মেহেরপুরে তসলিাম হত্যা মামলায় ২ জন আটক

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর তাসলিমা খাতুন হত্যা মামলায় আসামি সন্দেহে নিহতের দুলাভাই (বোন জামায়) তার পুত্রকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন-মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত খোদা বকসের ছেলে শরিফ উদ্দীন (৬৫) ও তার ছেলে সবুজ হোসেন (২৯)। তারা সম্পর্কে নিহত তসলিমার বোন জামায় ও ভাগ্নে হয়।

গতকাল শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক প্রেস রিলিজ দিয়ে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফ উল্লাহ (পিপিএম) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গাংনী ক্যাম্প কমান্ডার আশরাফ উল্লাহের নেতৃত্বে র্যাবের একটিদল গতকাল শনিবার বিকল সাড়ে ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামে তাদের এক আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে আটক করে।

ক্যাম্প কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফ উল্লাহ (পিপিএম) জানান, গত ২৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের তাসলিমা খাতুনের ক্ষতবিক্ষত লাশ বাড়ির পাশের একটি বিলের কচুরিপানার ভিতর থেকে উদ্ধার করে সদর থানা পুলিশ। আগের দিন তাসলিমা নিজ বাড়ি থেকে পুকুর দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল। এ ঘটনায় তাসলিমার ভাই লাল্টু মহাম্মদ বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২৪, তারিখ ২৭/১২/২৪ ইং। গ্রেপ্তারকৃতরা ওই মামলার আসামি।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাত ১ টা পর্যন্ত মামলা তদন্তকারী অফিসার মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম শিশু জানান, মামলার সন্দিগ্ধ আসামি উদ্দীন ও তার ছেলে সবুজ

হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার ২ এজেন্ট আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল পরিচালনার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট তাদের গ্রেপ্তার করে।

আটক দুজন হলেন মেহেরপুরের গোপালপুর গ্রামের আশিক ও স্বপন। তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়া সাইট মোস্ট বেটের সাব এজেন্ট চ্যানেল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে আশিক ও স্বপনকে কোটিপতিদের গ্রাম বলে খ্যাত কোমরপুরের ঈদগাহ তলা পাড়ার একটি সেলুন (চুল কাটার দোকান) থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আশিক পুলিশ সদস্য।

বিস্তারিত আসছে…

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলার আসামী আশরাফুল গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ছেলের নামে দায়েরকৃত ধর্ষণ মামলায় পিতা আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুুলিশ। ছেলে আরাফাত ৩ বছর ধরে প্রেমিকার সাথে মেলামেশা করে বিয়ে না করায় গত ১৯ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী বিয়ের দাবীতে ওই বাড়িতে গেলে তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনায় প্রেমিকা বাপ-ছেলের নামে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন । ওই

মামলায় গত ২৬ ডিসেস্বর ছেলের পিতা আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এজাহার সুত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩ বছর আগে আরাফাতের সাথে এক কলেজছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা ও কথা বার্তা হয়েছে। এক পর্যায়ে আরাফাত বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কলেজছাত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে । তাকে ব্লাক মেইল করে তার নিকট টাকা দাবী করে আসছিল। টাকা দিতে না চাইলে আরাফাত বিয়ে করবে না বলে জানায় । কয়েকদিন আগেও আরাফাত মিথ্যা কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে । এ সময় প্রেমিকার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটিও আরাফাত রেখে দেয়। এরই মাঝে প্রেমিকা জানতে পারে তার প্রেমিক তাকে বিয়ে না করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করছে। এ সংবাদ শুনে ওই কলেজছাত্রী গত ১৯ ডিসেম্বর প্রেমিক আরাফাতের বাড়িতে বিয়ের দাবীতে অবস্থান নেয়। পরে আরাফাতের পরিবারের লোকজন তাকে বাড়ি থেকে মারধর করে বের করে দেয়।

এ ঘটনার পর প্রেমিকা কলেজছাত্রী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় প্রেমিক আরাফাত ও তার পিতা আশরাফুল ইসলামকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী সামসুল আলম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আজকেই তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বয় সভা

“গ্রাম আদালত কার্যক্রম” সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় মেহেরপুরে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ও এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় অংশীজনদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রচার কার্যক্রম আরও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু), জেলা তথ্য অফিস আবদুল্লাহ আল মামুন, ডি এম মোঃ আছাদুজ্জামান, প্রোগ্রাম ও ফাইনান্স মোঃ শাহাজুল ইসলাম, ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মূনীরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনরা অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক সাধারন সভায় উপস্থিত নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকম তুলে ধরেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি

অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার খালিদ হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা শাহজাহান আলী, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারেছুল আবেদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি খায়রুল বাশার। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বলেন যে উপজেলা পরিষদের সমস্ত সেবা গুলি আমরা দিচ্ছি তা যেন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হয়। যারা সমাজে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে কাজগুলো করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার লক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম আদালত সক্রিয়করনের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শাকিলুজ্জামানের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার

সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা জনস্বাস্থ পৌকশলী জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান অংশ নেন।

সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয় করতে ইউপি চেয়ারম্যান গনদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলেন। যাতে করে ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চ আদালতে মামলার জট কমে। কমিটির সদস্যগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে গ্রাম আদালতের প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

চুয়াডাঙ্গায় নগদ টাকাসহ প্রায় ২৮ লক্ষাধিক টাকার মোবাইল চুরি

চুয়াডাঙ্গা শহরের নাফি টেলিকম নামে একটি মোবাইল ফোনের দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নগদ টাকা ও নতুন মোবাইলফোন সহ প্রায় ২৮ লক্ষাধিক টাকা চুরি গেছে বলে দাবি দোকান মালিকের।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ চুরির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চোরচক্রের সদস্যরা শহরের শহীদ আবুল কাশেম সড়কের নাফি টেলিকমের তালা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে। সিসিটিভি ক্যামেরার বাইরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নগদ ৭ লাখ টাকাসহ বেশ কয়েকটি নতুন মোবাইলফোন চুরি করে নিয়ে যায়। পরে দোকান থেকে বেড়িয়ে তারা সার্টারে আবার নতুন তালা লাগিয়ে সটকে পড়ে। এতে প্রায় ২৮ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়ে গেছে বলে

দাবি করেছে দোকান মালিক।

নাফি টেলিকমের সত্বাধিকারী মাইনুল হাসান রিপন জানান, তালা কেটে চুরির পর দোকানে আবার নতুন তালা লাগিয়ে চলে যায়। পরে দোকান খুলতে গিয়ে খুলতে না পেরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পুলিশ আবার তালা ভেঙে দোকানে ঢুকে সবকিছু তছনছ অবস্থায় দেখতে পায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদ হোসেন জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে চোর শনাক্তে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা এলাকায় হারিয়ে যাওয়া অপ্পো ব্যান্ডের মোবাইল হারানোর বিষয়ে ভুক্তভোগী মোবাইল মালিক একটি জিডি করেন।

তারই প্রেক্ষিতে আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) সন্ধার পর উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনটি মূল মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ জানান, গত ১২ তারিখে ভুক্তভোগী মোবাইল ফোন মালিক জসিম উদ্দিন তার অপ্পো ব্যান্ডের একটি মোবাইল ফোন হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী দর্শনা থানায় একটি জিডি করা হয়।

এই জিডি প্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর এর নেতৃত্বে আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞ এস আই শেখ জসিম উদ্দিন তদন্ত পূর্বক হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিক জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের মোঃ বদর উদ্দীনের ছেলে মোঃ জসিম উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইনকে (৬০) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ৭ টার দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

রফা গাইন মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আমির গাইনে ছেলে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রফা গাইনের নামে দুটি চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে ঝিনাইদহে বাড়ছে আত্মহত্যা, সামাজিক অপরাধ ও ঋণেরবোঝা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়ার আসক্তি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধসহ সব বয়সীরা এমনকি নারীরাও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। লোভে পড়ে খুয়াচ্ছে টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্বল। জুয়া’য় সর্বস্ব হারিয়ে হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। জুয়ার মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপস নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে পাঁচার হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জুয়ার অ্যাপসের প্রচারণা চলছে। চটকদার এসব বিজ্ঞাপণে প্রলোভিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে অনলাইনে টাকা উপার্জনের নেশায়।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে জুয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা, ঋণগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ছাড়া ও দাম্পত্য কলহের বেশকয়েকটি ঘটনা পর্যক্ষেণ করা গেছে।

জানাগেছে, টিকে-৭৭৭, জয়া-৯৯৯, ক্যাসিনো-৭৭৭, হাউজ অব ফান, স্টার স্লট, লাকি স্পিন স্লট, ওয়ান এক্স বেট, লুডো কিং, তিন পাত্তি গোল্ড, ২৯ গোল্ড কার্ড গেম, বেট কুইন, ৩৬৫ বেটসহ অসংখ্য জুয়ার অ্যাপে আসক্ত হয়ে পড়ছে সব বয়সের মানুষ। এসব অ্যাপসে বিকাশ ও নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় জনপ্রিয় তারকা, ক্রিকেটার, রাজনৈতিক নেতার ছবি।

গত ১১ ডিসেম্বর বিষ পান করে আত্মহত্যা করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মোঃ লালু মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক। সে বেতাই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ৩টি সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী নিলুফা খাতুনের সাথে কথা বলে জানাগেছে, লালু মিয়া মোবাইল জুয়া’য় আসক্ত হয়ে পড়ে। জুয়া খেলতে গিয়ে সে গরু বিক্রি করেছে, জমি বন্ধক রেখেছে। জাগরণী চক্র সহ ৪টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা জুয়া’য় লাগিয়ে নষ্ট করেছে অবশেষে ঋণের বোঝার চাপে সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুতে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে মহাকষ্টে পড়েছে নিলুফা খাতুন। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার গান্না বাজারে বড় মুদি ব্যবসায়ী মোঃ কবির হোসেন। তার ‘কবির স্টোর’এ প্রতিদিন পাইকারী-খুচরা মিলে দেড়-দুই লাখ টাকা বেচাকেনা হয়।

স্থানীয় জুয়াড়ি যুবকদের প্ররোচণায় পড়ে সে জুয়া খেলতে শুরু করে। জুয়া লাভজনক ভেবে সে তার জনতা ব্যাংকের সিসি হিসাবের ১৫ লাখ টাকা ধিরে ধিরে জুয়া’য় হেরে যায়। এই ঘটনায় পারিবারিক কলহ তৈরি হলে পরিবার থেকে তার এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয়।

কবির হোসেন প্রতিবেদককে বলেন, জুয়ার নেশায় আমি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। এখন আর এন্ড্রয়েড মোবাইল ব্যবহার করছি না। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সদর উপজেলার চান্দেরপোল গ্রামে তাইজেল হোসেনের ছেলে

রেজাউল ইসলাম। সে দিন মজুরী ও বাজারে ছোট তরকারির দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। ওই গ্রামের খিলাফত মন্ডলের ছেলে শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকায় এক খন্ড জমি বন্ধক নেওয়া জন্য এনজিওতে একটি ঋণের স্কিম করে। স্কিম করার জন্য শরিফুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকাও ধার নেয়।

রেজাউল স্থানীয় জুয়াড়িদের প্রলোভনে পড়ে সেই টাকা দিয়ে অনলাইনে জুয়া খেলতে গিয়ে প্রথম দিন কিছু লাভ হয়। তার পরে বেশি করে টাকা লাগিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে হেরে যায়।

রেজাউল ইসলাম প্রতিবেদককে বলেন, শুনেছিলাম মোবাইলে খেলা করে অনলাইনে টাকা উপার্জন করা যায়। সেই জন্য জুয়ার অ্যাপস মোবাইলে নিয়ে খেলতে শুরু করি। এখন আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। তবে এসব এলাকায় অনেক কিশোর ছেলেরা জুয়া খেলে মোটরবাইক কেনাসহ বিলাসি জীবন যাপন করছে। তাদের উপার্জনের উৎস মানুষ জেনে জুয়াতে আরও উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। সীমিত কয়েকজন জুয়াড়ি লাভবান হলেও বেশির ভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঝিনাইদহ শহরের সরকারি কেসি কলেজ সংলগ্ন একটি মোবাইলের দোকান থেকে কয়েক বছর আগে জুয়া ছড়ানো হয়েছে। জেলায় সব জায়গায়ই জুয়া খেলে নিঃস্ব হচ্ছে, ঋণগ্রস্ত হয়ে অন্য অপরাধের সাথেও জড়িয়ে পড়ছে। তবে প্রশাসনের এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অবস) মহিদুর রহমান বলেন,“কারা কারা এই খেলা করছে এটা বিটিআরসি বলতে পারবে। আমাদের পক্ষে বোঝ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র উদ্যোগ না নিলে আমাদের কিছুই করার নেই। এরা বিভিন্ন সেলিব্রেটির ছবি ব্যবহার করেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলেই কেবল জুয়া বন্ধ বা রোধ করা সম্ভব ”।